সংবাদ

2 2 APR 2008

এডুকেশন ওয়াচের রিপোর্ট

দেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ উপমহাদেশের মধ্যে কম

জস্ব বার্তা পরিবেশক

ংলাদেশে জিডিপির মাত্র ২ দশমিক ২ তাংশ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়, যা এই পমহাদেশের অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে বচেয়ে কম। এছাড়াও অবকাঠামো ও ন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষণ এশিয়া ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় য়নশীল দেশগুলো অপেক্ষা পিছিয়ে ছে। তবে শিক্ষার চাহিদা বেড়েছে শানুরূপভাবে। গতকাল এলজিইডি ভবনে াসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে, াম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন (ক্যাম্প) য়োজিত 'এডুকেশন ওয়াচ' রিপোর্ট াশ অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানা যায়।

দিনব্যাপী রিপোর্ট প্রকাশনা অনুষ্ঠানে লাদেশ ছাড়াও এশিয়া ও দক্ষিণ প্রশান্ত াসাগরীয় ১০টি দেশের শিক্ষা অবস্থা ক্রান্ত রিপোর্ট প্রাকাশতি হয়। কম্বোডিয়া, রত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, পুয়ানিউগিনি, ফিলিপাইন, সলোমন ইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাসহ দশটি দেশের তিনিধিরা নিজ নিজ দেশের রিপোর্ট স্থাপন করেন।

এডুকেশন ওয়াচের উপদেষ্টা বোর্ডের ারপার্সন কাজী ফজলুর রহমানের াপতিত্বে প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রধান তথি ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ামিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী। এছাড়াও ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি মালামা মালিসা, বেসরকারি সংস্থা ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশনের (ক্যাম্প) পরিচালক মো. আজিজুল হক, এশিয়া প্যাসিফিকের বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ের প্রধান গবেষক রিনা রায়, এশিয়া এডভোকেসি এন্ড ক্যাম্পেইনের সমন্বায়ক রিকুয়েল ডি ক্যাস্টলোসহ ১০টি দেশের প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও গণসাক্ষরতা অভিযান, সুপ্রসহ

কম : পৃঃ ২ কঃ ৪

কম : বরাদ্দ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বেশক'টি বেসরকারি সংস্থা ও শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশর শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন ড. কাজী সালেহ আহমেদ। তিনি এই প্রতিবেদনে ২০০৫-০৬ সালের তথ্য উপাত্ত উল্লেখ করে বলেন, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে শিক্ষায় মোট বাজেট ২৭৫.০০ টাকা। পরের অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭৮.৬০০ টাকা। এই অর্থের ৯০ শতাংশ ব্যায় হয় শিক্ষকদের বেতন ভাতাদির কাজে। আর বাকি ১০ শতাংশ শিক্ষা উপকরণসহ অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় হয়।

তিনি আরও বলেন বাংলাদেশে জিডিপির মাত্র ২ দশমিক ২ শতাংশ। পাশের দেশ ভারত ৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং নেপাল ৩ দশমিক ৪ শতাংশ ব্যয় করে। অপরদিকে শ্রীলঙ্কা জিডিপির ৬ শতাংশ ব্যায় করে, যা এই উপমহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

ড. কাজী সালেহ আহমেদ আরও বলেন, দেশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যয় অনেক কম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়েই সরকারি মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় মাত্র ১ হাজার ৭৯২ টাকা। যা মাসভিত্তিক আসে মাত্র ১৪৬ টাকা। অপরদিকে রেজিস্ট্রিকৃত মাদ্রাসায় গড়ে বছরে এক হাজার ৬৪২ এবং মাসের হিসেবে এই বরাদ্দ ১৩৭ টাকা। আর অরেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারি স্কুল সরকারি সহায়তা কিছুই পায় না। আর তাই এক্ষত্রে বরাদ্দ বাড়ানোর সুপারিশ করছেন তিনি। একইভাবে তিনি শিক্ষা বাজেটের উপকরণসহ অবকাঠামো খাতে বাজেট বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার বিষয়টির উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমানোর জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে।

রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, এ বছরের শেষে 'প্রাইমারি ক্যাডার সার্ভিস' অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে বিসিএস ক্যাডার নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে করে প্রাথমিক পর্যায়ে সুশিক্ষা ও শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শিক্ষার চাহিদা অনেক বেশি তৈরি হয়েছে। এখন দেখতে হবে এই চাহিদা আমরা কতটা পূরণ করতে পারব।

ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি মালামা মালিসা বলেন, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক কারণে অনেক শিশু তাদের শিক্ষার জীবনকে সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হয়। দেখা যায় ওইসব শিশুদের আয়ের ওপর তাদের সংসার নির্ভর করে। এসব শিশুদের অবার শিক্ষার ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু উন্মুক্ত দুরশিক্ষণ (ওডিএল) পদ্ধতি ব্যবহার করলে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়।

বেসরকারি সংস্থা ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশনের (ক্যাম্প) পরিচালক মো. আজিজুল হক বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে, এ বছর অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়েছে। এর কারণ হিসেবে তারা মনে করে, অর্থনৈতিক কারণে অল্প বয়সে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হওয়া বা রেজিস্ট্রেশনের সময় বেশি ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে অনুদান গ্রহণ, বাল্যবিবাহের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন শেষ না করে শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ। তিনি আরও বলেন, এসব বাস্তবতার নিরিখে আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে। শিক্ষার মান বাড়াতে হবে।